R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই কার্ত্তিক, ১৪১৮।
২রা নভেম্বর ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

রেশন কার্ড নিয়ে কাঞ্জিয়ায় কংগ্রেস ও তৃণমূলের ২ জন হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক অফিস চত্বরে ফুড ইন্সপেক্টরের ঘরে নতুন রেশন কার্ড বন্টন নিয়ে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে গত ২৭ অক্টোবর এক সংঘর্ষ বাধে। দু'পক্ষই থানায় অভিযোগ জানায়। পুলিশ তৃণমূলের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে বলে দলের সমর্থকরা জানান। এ প্রসঙ্গে সেকন্দরা এলাকার কংগ্রেস নেতা প্রকাশ সাহার বক্তব্য – ২০ এবং ২৬ অক্টোবরের আবেদনপত্রগুলোর সিরিয়াল অনুযায়ী রেশন কার্ড লেখা চলছিল। লোকের চাপে অফিস ঘরের দরজা বন্ধ করে জানলা দিয়ে কার্ড বিলির রেওয়াজ এখানে নতুন নয়। ঘটনার দিনও একইভাবে সন্ধ্যে পর্যন্ত কার্ড বিলি হচ্ছিল। হঠাৎ কিছু তৃণমূল কংগ্রেসী ওখানে গণ্ডগোল পাকিয়ে শৃংখলা ভঙ্গ করে। মারামারিতে আমাদের সমর্থক বড়শিমুল অঞ্চলের জোতসুন্দর গ্রামের নাজমূল হোদার হাত ভেঙে যায়। তাকে ঐ দিন জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে তৃণমূল নেতা সেখ মহঃ ফুরকান আমাদের প্রতিনিধিকে জানান – (শেষ পাতায়)

পদ্মা নদীতে হঠাৎ ভাঙনে ২৫টি পরিবার গৃহহীন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা এলাকার লালগোলার ময়া গ্রামের ঘোষপাড়ায় প্রায় ৪০০ মিটার এলাকায় ৩০ অক্টোবর রাত থেকে পদ্মা নদীতে ব্যাপক ভাঙন দেখা দেয়। ভাঙনে ২৫টি পরিবার সম্পূর্ণ গৃহহীন হয়ে পড়েন। ৮০ টা পরিবারকে ময়া প্রাইমারী স্কুলে ও আশপাশে স্থানান্তরিত করা হয়। এক সাক্ষাতকারে এলাকার বিধায়ক আখরুজ্জামান জানান – ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সরকারী কোন ত্রাণের ব্যবস্থা হয়নি। ফারাক্কা ব্যারেজের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ইরিগেসনের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, জেলা শাসক ঘটনাস্থলে আসেন। ভাঙন প্রতিরোধের কাজের দায়িত্ব কাদের ওপর বর্ত্তাবে এই নিয়ে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ও ইরিগেসনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। আখরুজ্জামান আরো জানান, আমি সমস্ত ঘটনা প্রণব মুখার্জীকে জানাই। তাঁর নির্দেশ মতো ঐ দপ্তরের রাজ্য মন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে জরুরীকালীন ভিত্তিতে কাজটি করার জন্য দেড় কোটি টাকা মঞ্জুর হয়। ভাঙন প্রতিরোধ এলাকায় তিনমাসের মাথায় আবার ভাঙন শুরু হওয়াই এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ।

দিনের বেলায় দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদিঘীর মনিগ্রাম বটতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে এক বাড়ীর পিছনের প্রাচীর টপকে একাধিক দুস্কৃতি বাড়ীতে নামে। সেখানে গ্রিল ভেঙে ঘরে ঢোকে। আলমারি ভেঙে ৫ ভরি মতো সোনার গয়না ও নগদ ৪২,০০০ টাকা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যায়। বাড়ীর মালিক লিপিকা ভট্টাচার্য্য এক বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁর ছেলে শাম্ব মনিগ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের ঠিকা কর্মী। যথারীতি তারা দু'জনেই বাইরে ছিলেন। নিচের তলায় সাগরদিঘী থারমাল প্ল্যান্টের এক ভদ্রলোক ভাড়া থাকেন। ঐ সময় তিনিও কর্মস্থলে ছিলেন। এই সুযোগটা নিয়ে দুষ্কৃতিরা দীর্ঘ সময় ধরে লুঠমারি চালায়। (শেষ পাতায়)

দুধের বোতল মাথায় পড়ে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সোমবার পোলিও খাওয়ানো হয় এই ভেবে সাগরদীঘির কড়াইয়া গ্রাম থেকে ২৫ দিনের এক শিশুকে নিয়ে আসেন তার দিদিমা। কিন্তু ঐ দিন পোলিও খাওয়ানো হয় না জেনে নিরাশ হন বৃদ্ধা। শিশুটিকে নিয়ে আউটডোরের মেঝেতে চুপচাপ বসেছিলেন তিনি। তার পাশে দাঁড়িয়ে এক মহিলা বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন তার বাচ্চাকে। (শেষ পাতায়)

মণিগ্রামের প্রধান অপসারণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে গত সপ্তাহে তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের জোটে প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা পাস হয়ে যায়। প্রধান মজিবুর রহমানকে অপসারণ করা হয়। বর্তমানে উপপ্রধান সিপিএমের টুম্পা হাড়ি দায়িত্বে আছেন। উল্লেখ্য, মজিবুর প্রায় এক বছর আগে সিপিএমের প্রতীকে জয়ী হবার পর কংগ্রেসীদের সমর্থনে প্রধান হন। বিভিন্ন খাতে অর্থ নাশের অভিযোগ ওঠে প্রধানের বিরুদ্ধে।

হুকিং করে বেপরোয়া বিদ্যুৎ সংযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের নিস্তা গ্রামে হুকিং করে বেশীরভাগ বাড়ীতে বিদ্যুৎ পরিষেবা চলছে। এর ফলে ট্রান্সফর্মা বিকল হয়ে প্রায় এলাকাকে অন্ধকারে রাখছে। নিস্তা দক্ষিণ পাড়ার জনৈক বাসিন্দা এ ব্যাপারে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে গোপনে তদন্তের দাবী জানান।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৪১৮

হেমন্ত ঃ ক্ষণিকের অতিথি

হেমন্তকে দেখিলেই মনে হয় সে যেন প্রৌঢ়, তাহার মুখাবয়বে উদাসীনতা এবং বিষন্নতার চিহ্ন। প্রকৃতির অঙ্গনে তাহার নিঃস্পৃহ পদক্ষেপ। যেন চরণে বিজড়িত কুণ্ঠা। তাহার অঙ্গে নামিয়া আসে ধীরে ধীরে ধূসরতার বিবর্ণ বিস্তার। ধানের ক্ষেতে, মাঠে প্রান্তরে জমিয়া ওঠে ধোঁয়াটে ধারালো কুয়াশা। ঢাকা পড়ে দিগ্বিদিক। হেমন্তিকা তাহার অঞ্চল বিস্তার করিয়া আকাশের বুকে প্রজ্বলিত শত সহস্র দীপকে আবৃত করিয়া দেয়। আবার রাত্রি শেষে দিগন্ত-জোড়া-ফসলে-ভরা মাঠের দিকে চোখ মেলিলে দেখা যায় - 'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে অলস গেঁয়োর মতো।' অথচ গ্রাম পথে পথে, ঘরে ঘরে ফসলের ক্ষেতে আরম্ভ হয় মানুষের ব্যস্ততাভরা দিন রাত্রি। যেন চলিয়াছে দিন রাত্রির কাজ। কারণ এই হেমন্তেই তো কাটা হইবে সোনা ধান। আবার কৃষান-কৃষানীর শূন্য গোলায় ডাকিবে ফসলের বান। আরও কয়েকটি দিন পরে, মার্গশীষ অগ্রহায়ণে বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হইয়া যাইবে বাংলার প্রাণের উৎসব-নতুন ফসলের তন্ডুলজাত উৎসব-নবান্ন। গ্রামের নীরবতা ভরিয়া উঠিবে পৌষ পার্বণের প্রাণ কোলাহলে। সেদিন নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক এ পাড়ার বড়ো মেজো.....ও পাড়ার দুলে বোয়েদের ডাক শাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যাইবে। হেমন্ত পঞ্চমীর অকৃপণ দানে বাংলার প্রায় প্রত্যেক মাঠেই সেই দাক্ষিণ্যের স্পর্শ। যেন ধরিত্রীর স্বর্ণালী অঘ্রাণে অমরার স্বর্ণ বৈভবের দ্যুতি। কর্ম ব্যস্ত গ্রামবাংলার এই মুর্হূতে হেমন্তকে যেন মনে হয় ক্ষণিকের অতিথি। অনেক কিছুদান করিয়া সে নীরবেই চলিয়া যায় নিজেকে নিঃস্ব করিয়া। তাহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার পল্লীবাংলার বুকে নামিয়া আসিবে উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা। ধান কাটা হইয়া যাইবে, ক্ষেতে প্রান্তরে পড়িয়া থাকিবে খড়। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতোই নামিয়া আসিবে সন্ধ্যা। মাঠে মাঠে ঝরিয়া পড়িতে থাকিবে হেমন্তের শিশিরের জল। বহিয়া আনিবে হিমানী মাখানো শীতের বেলা।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

একটু দেখুন

জঙ্গিপুরের মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে আয়কর দপ্তর খোলা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় - দীর্ঘ ২০০৯ - ১০ এবং ২০১০ - ১১ অর্থ বর্ষের রিটার্ণ চেক কোন করদাতা পাচ্ছেন না। আর দু'মাস বাদে নতুন অর্থ বর্ষ শুরু হচ্ছে। আয়কর দপ্তর বিষয়টি একটু দেখুন।

এস. মল্লিক. জঙ্গিপর

দীপালিকায় জ্বালাও আলো'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

কীভাবে শেষ হয়ে যায় দুগ্‌গা পুজোর চারটে দিন। পুজোর প্রস্তুতি চলে মাসকয়েক ধরে। তারপর হঠাৎ বাঁধভাঙা নদীর জলের মত উৎসবের স্রোত। সেই স্রোত ভাসিয়ে দেয় গ্রামবাংলার জনপদকে। ভরিয়ে দিয়ে যায় মনকে এক বিষন্নতায়। দুগ্‌গা পুজোর পর লক্ষ্মী ঠাকরুণ। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। ঘরে ঘরে তার ধূম। পূর্ণিমার আলোর সঙ্গে উৎসবের আলো-আনন্দ মিশে একাকার। অপেক্ষা করে থাকতাম কালীপুজোর জন্যে। একদিনের উৎসব। কিন্তু কী আনন্দ। কী স্বাধীনতা।

যখন কালো কুচ্‌কুচে আঁধার। গাছ-পালা-পুকুর-রাস্তা সব যেন কালো পর্দায় ঢাকা। ছোট বেলায় গাঁয়ে-গঞ্জে তখন বিজলির আলো আসেনি। কিন্তু আঁধারের মধ্যে ছিল এক প্রশান্তি। এক অনাবিল আনন্দ। মা-দিদিরা পুকুর থেকে আনতো মাটি। তৈরী হত মাটির প্রদীপ। বিকেল শেষ হত। নেমে আসতো সন্ধ্যে। বাড়ির তুলসীতলায় সারে সারে জ্বলতো প্রদীপ। ঘরের সামনে। বারান্দায়। উঠোনে। বিভিন্ন মঠ মন্দিরে। গ্রামদেবীতলায় ফণীমনসা ঝোপের পাশে। এভাবে শুরু হত আলোর উৎসব। গাঁয়ের মন্দিরে ঢাকের আওয়াজ। এই আলো-আঁধারী রাস্তা ধরে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম মনের আনন্দে। কখনও সড়ানে। কখনও ছোট রাস্তা ধরে। কখনও বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে। ছোট রাস্তায় পড়ে থাকতো বাঁশের শুক্‌নো পাতা। পাশে পানা ভর্তি পুকুর। হাঁটতে গেলে এক অদ্ভুত শব্দ হত। গাটা উঠতো শিরশিরিয়ে। একবার কালীপুজোর সন্ধ্যেই দল ছুট্ হয়ে পড়েছিলাম। নিজের মনেই হাঁটছি রাস্তায়। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। বন্ধুরা কখন এগিয়ে গেছে। খেয়াল করলাম একটা ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা বাগান। দু'চারটে আমগাছ। নিমগাছ। পাশেই ধানী জমি। কাছে একটা বড় পুকুর। পুকুরের বাইরে বিরাট তেঁতুল গাছ। মনে পড়ে গেল সন্ধ্যের পর গাঁয়ের লোকে এ রাস্তায় খুব একটা হাঁটে না। সামনের বাগানে বেশ কয়েকজন অপঘাতে মরেছিল। লাগালাম দৌড়। বড় রাস্তায় উঠতেই কানে এল আনন্দের কোলাহল। 'আলোরে ডালোরে মশারে ধা, আমাদের পাড়ার মশাগুলো ও পাড়াতে যা।' পাটকাঠির আলোয় দীপাবলি। গ্রামবাংলার এই লোকায়ত উৎসব এখন গেছে হারিয়ে। এখন বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুতের আলো। নানান ধরনের টুনীবাল্ব-রঙিন মোমবাতি। তার পাশে লোকাচার মেনে স্থান পায় দু-চারটে মাটির প্রদীপ। তখন আলোর গানের বাণী শুনিনি। 'জ্বালাও আলো, আপন আলো, শুনাও আলোর জয়বাণীরে' - এ গানের অর্থ বুঝিনি। তবে সব কিছু পালটালেও কাঠামোটা একই থাকে। উৎসবের আঙ্গিক হয়তো বদ্‌লে গেছে, কিন্তু মূল রেশটা বোধহয় হারিয়ে যায়নি। তাই আলোর উৎসব এখনও মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। অনুভব করি এই উৎসব অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার দিন। তাই দীপালিকায় এখনও আলো জ্বালাই। সেই আলোর স্পর্শে অনুভব করি ফেলে আসা অতীতকে।

পরিবহন সমস্যা কাটাতে জলপথ ব্যবহার অপরিহার্য্য

চিত্ত দাস

পশ্চিমবাংলার খাদ্যমন্ত্রী বেশ কিছুদিন আগে এক ঘোষণায় বলেন, উত্তরপ্রদেশ থেকে নিয়মিত ব্রেক (রেলবগি) না আসার ফলে এই রাজ্যে চিনি ও গমের অভাব দেখা দিয়েছে। ডিজেল সংকটের জন্য বহু ট্রেন ইতিমধ্যেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সড়কপথে পরিবহন ব্যবস্থা ও এই সংকটজনিত কারণে মাল চলাচল ব্যাহত করে তুলছে। এদেশে রেলপথ বিস্তারের সংগে সংগে জলপথ প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ রেলপথেই মাল যাতায়াতের উপায় ছিল সহজ ও সুগম। তখন রেল ইঞ্জিনগুলো চলতো কয়লায়। পরবর্তীকালে আধুনিকীকরণের প্রবাহে কয়লার স্থান দখল করে ডিজেল ও বিদ্যুৎ। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সড়কপথ উন্নয়ন ও অগ্রগতির ফলে রেলপথের পাশাপাশি সড়কপথও মাল পরিবহনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং রেলওয়ে সার্ভিসও ক্রমে ক্রমে তার দায়িত্ব হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধের পটভূমিকায় তেলের সংকট বেড়ে ওঠার ফলে রেলপথ ও সড়কপথে মাল পরিবহনে যে নূতন সংকট সৃষ্টি হয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয় জলপথগুলো নূতন করে ব্যবহারের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা নূতন করে দেখা দিয়েছে। এদেশে শতকরা ষাট ভাগ মাল পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল নদীপথে। দেশীয় নৌকায় পাশাপাশি প্রথম ষ্টীমারচালিত জলযান চালু হয় কুলপি থেকে কোলকাতা পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার পথে। ১৮৩৪ সালে নিয়মিত ষ্টীমার সার্ভিস চালু হয় গঙ্গার বুকে, ১৮৬৩ সালে ব্রহ্মপুত্র নদে। পশ্চিমবাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও আসামের মধ্যে নদীপথগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্র এখন প্রশস্ত। ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে এই নদীপথগুলো মাল পরিবহনের জন্য সুলভ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় পরিবহন বোর্ড জল পরিবহনকে জাতীয় পরিবহনের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৫৯ সালে গোখলে কমিটি জলপথে পরিবহনের সুযোগ ও সুবিধাগুলোর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৭০ সালে ভগবতী কমিটি জাতীয় জলপথ সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা তুলে ধরতে সক্ষম হয়। ভগবতী কমিটির রিপোর্টে জলপথ পরিবহনের ক্ষেত্রে অযোগ্যতার কারণগুলোও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশের মোট ১৪,৫০০ কিলোমিটার জলপথের

পরিবহন সমস্যা কাটাতে জলপথ ব্যবহার

(২য় পাতার পর)

মধ্যে ৫২.০০ নদীপথ এবং ৪৮৫ কিলোমিটার খালপথ বড় বড় জলযান পরিবহনে সক্ষম। তবুও আভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন এখন মার খেয়ে চলেছে।

আভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহনের ক্ষেত্রে দেশজ নৌকাগুলোর মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। পাণ্ডে কমিটির রিপোর্টে জলপথ পরিবহনের বিরাট সম্ভাবনার কথা লেখা আছে। কিন্তু কোন রিপোর্টই কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছেনা। জাতীয় পরিবহন পরিকল্পনা কমিটির ১৯৮০ সালের প্রদত্ত রিপোর্টেও নদীপথে মাল পরিবহনের খরচের একটা তুলনামূলক হিসাব তুলে দেওয়া হয়েছিল।

এইসব মূল্যবান রিপোর্টের পাশাপাশি প্রয়োগের (Implementation) ক্ষেত্রে অবদান বড়ো হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৬৭ সালে River Stream Nevigation Company সংক্ষেপে RSN একেবারেই দেউলিয়া হয়ে গেলে তার স্থান দখল করে Central Inland Water Transport Corporation সংক্ষেপে CIWTC। এখনও পর্যন্ত জলপথে পরিবহন ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাতে না পারার কারণ শুধুমাত্র অদক্ষতাই নয়, কারণ আরো গভীরে এবং প্রধান কারণ সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুস্পষ্ট নীতির অভাব, সর্বোপরি প্রয়োগিত জ্ঞানের অনুন্নত মান। জলপথ ব্যবহার ও পরিবহনের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে রয়েছে ডাচ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে ওলন্দাজ জলদস্যুদের যে তৎপরতা ছিল ঐ তৎপরতা তাদের নদী সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেয়। এই জ্ঞান তাদের জাতিগত জ্ঞান। পরবর্তীকালে তাদের এই জাতিগত জ্ঞানই নদীপথকে সুচারুরূপে ব্যবহারে আধুনিকতম কারিগরী কৌশল প্রয়োগে অদ্বিতীয় করে তুলেছে। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এখন ডাচ কারিগরী ও আর্থিক সাহায্য রাজবাগান ডক ইয়ার্ডে প্রবেশ করেছে কিন্তু কাজ এখনও সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হয়নি।

নদীপথে জলযানে মাল ও যাত্রী পরিবহনের কাজে পণ্য ওঠানো নামানোর জন্য জেটি ও পোতাশ্রয় নির্মাণের পাশাপাশি আধুনিক কলাকৌশলে এমন জলযান নির্মাণ করা যাতে সস্তায় অল্প খরচে কম জলেও ঐ জলযানগুলো ভাসমান থাকে এবং মাল পরিবহন করতে পারে। অতীতে জলপথই যখন ছিল মাল পরিবহনের একমাত্র পথ তখন ভাগীরথীর ওপর দিয়ে বড়ো বড়ো নৌকা ষ্টীমার যাতায়াত করতো। ভাগীরথীর ক্রমাবনতি পরবর্তীকালে এই নদীপথে মাল পরিবহনের অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পর ভাগীরথীতে মাল পরিবহনের এমনকি যাত্রী পরিবহনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে শুধু জাতীয় জলপথ ১ 'এর দিকে তাকিয়ে না থেকে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের অন্তর্বর্তী জলপথগুলো ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে রাজ্যের অভ্যন্তরে জলপথগুলো ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

দেশীয় নৌকাগুলো আধুনিক কলাকৌশলে সমুন্নত করে সময়োপযোগী করে তোলা সম্ভব। ডাচ্ ও জাপান এ ব্যাপারে প্রচণ্ড অগ্রগতি দেখিয়েছে। তাছাড়া সুযোগ পেলে আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ারেরাও কোন কারণে পিছিয়ে থাকবেন না সবার আগে সচেতনতা ও উদ্যোগ আমাদের দেশের নৌ নির্মাণের প্রগাঢ় কুশলতা সম্পর্কে ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় Shipping in India বইতে তা উল্লেখ করেছেন। যে বাঙালী একদিন নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তার এবং সময় ও কালের চাহিদামত ঐ পারদর্শিতা দেখাতে যে নিষ্ক্রিয় থাকবে না এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

রঘুনাথগঞ্জ বাজারের রাস্তার উপর দুটি শোবার ঘর, বসার ঘর, খাওয়ার জায়গা এবং পুরসভা, টিউবওয়েল ও ট্যাপের জলের সুবিধা।
দেখার সময় – সকাল ৮ – ৯ টা। ফোন-৮৪৩৬৩৩০৯০৭

SEA GREENAGE GROUP OF COMPANIES

☞ SEA GREENAGE VALLEY PROJECT LTD.

☞ SEA GREENAGE BUILDCON (P.) LTD.

☞ SEA GREENAGE TOURS (P.) LTD.

☞ SEA GREENAGE BROADCASTING (P.) LTD.

☞ SAMPARK WELFARE TRUST

Regg. Off - Bijayram, Burdwan, West Bengal - 742189
Corp. Off - Green, Nimtala, Baharampur, West Bengal-742189
Mobile-9232659933 / 9153563471
E-mail - barjahan33@gmail.com
website-www.seagreeage.com www.greeagebuildcon.com

সাপ্তাহিক সাহিত্য

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বর্তমান সাহিত্য জিনিষটা যে কি তাহা বুঝিলাম না। বিশেষতঃ বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখপত্রগুলি দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আমাদের মত অসাহিত্যিকের পক্ষে বিড়ম্বনা।

এক একখানি মাসিকে ভাষার অনেক প্রকার কেরামতি উঠিয়াছে। ভাবের নানা প্রকার বিস্ফোরক তৈয়ারী হইয়াছে। ছবির কথা – তাহা না বলিলেও চলে।

সে একদিন ছিল যখন সাহিত্যে সমাজ উঠিত বসিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, নীলকণ্ঠ, দাশু রায়, নিধুবাবু, মধু কান, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের কবিতায় ও গানে যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা আজ নাই। ইঁহাদের অনেক কাল পরে আসিলেন বিদ্যাসাগর। পুরাতন মালঞ্চে বেল-জুই-চামেলী-জবা-চম্পক-করবীর সঙ্গে তিনি রোপণ করিলেন বিদেশী ফুলের চারা গাছ। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি তাহাতে জলসেচন করিলেন, ফুল ফুটাইলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের সৃষ্ট মালঞ্চে কীট প্রবেশ করিল। স্বদেশী কীটের উৎপাতেই লোকে অতিষ্ঠ, ইহার উপর আসিল বিদেশী কীট। ইহার আমদানী করিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিলাতী প্রেমের কীটে বাঙ্গালা সাহিত্য ভরিয়া গেল। যাহা বাকী ছিল তাহার পূরণ করিলেন শরৎচন্দ্র। ভারতীয় ইহা দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়াছিলেন কিনা তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

বর্তমান সাহিত্য রিরংসা বা প্রেমকীটময়। সাহিত্য অর্থে যদি কামকে রঞ্জিত করাই বুঝায়, দিকে দিকে রিরংসার আবহাওয়ার সৃষ্টিই বুঝায়, তবে সে সাহিত্য জাহান্নমে যাউক। অনুরাগ বা লভ্ (Love) – গুপ্ত প্রণয়কে পবিত্রতার আবরণ দিবার চেষ্টা আধুনিক সাহিত্যে খুবই হইতেছে। নায়িকাকে ভালবাসিয়া কি কি করিলাম তাহার জন্য অধ্যায়ের পর অধ্যায় সৃষ্টি হয়। ভালবাসিতাম এখন সে বহু দূরে ; তাহার গমনকালে কোন কোন অঙ্গ সঞ্চালিত হইত তাহার বর্ণনায় মানুষের এমন একটী প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা হয়, যাহা সাহিত্যের পবিত্র কর্তব্যের গণ্ডীর বাহিরে।

আজকাল ছবিগুলিও সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার যদি ছবির অঙ্গ বিশেষে আর্ট ফুটিয়া উঠিল ত কথাই নাই। মডার্ণ মাসিকে প্রথমে যিনি ছবির আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তিনি কি এতদূর হইবে – ভাবিয়াছিলেন ? এই ছবিগুলি যদি সাহিত্যের অঙ্গ – তবে কাহাদের জন্য ঐগুলি অঙ্কিত হয় ? যদি অঙ্গ নয়, তবে তাহারা প্যারিস পিকচারের এল্‌বাম সৃষ্টি করুক। সাহিত্যের অঙ্গে ভর করিয়া এরূপ বীভৎসতা ছড়াইয়ার প্রয়োজন কি ?

মাসিকে সাহিত্য চলিতেছে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া। ইহা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে সাহিত্য মরিতে বসিয়াছে। লেখকেরা প্রায় সকলেই নাম কিনিবার জন্য ব্যস্ত। আর এক দোষ মাসিকের সম্পাদকগণের। তাঁহারা কেহই নিজ নিজ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত নহেন।

সাহিত্যের ভাষা এখন কথার মত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সাহিত্যের ভাষা বুকের ভাষার মত। পুরলক্ষ্মীদের তাহা হিষ্টিরিয়া ; প্রবীণদের তাহা শ্বাসকাস। কথায় সাহিত্য কতটুকু আত্মপ্রকাশ করে ? কয়শত কথা প্রত্যেক মানুষে ব্যবহার করিতে পারে – খুব সীমাবদ্ধ সাধারণ কথা যাহাতে মনের ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং বড় ভাব বুঝাইতে হইলে কথা আপনি জড়াইয়া আসে। যেরূপ "মলয়জ শীতল" এ কথাটি চল্‌তি কথায় কিরূপ হইবে ? হয়ত বলিবে 'মলয় যে শীতলতাকে জন্ম দিয়েচে তারই চরশচয়।' কিংবা অন্য কিছু ; হয়ত বা এমন কিছু দিয়া বুঝাইবে আমরা তা কল্পনাও করিতে পারিব না। এইরূপ চল্‌তি কথায় সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি ভাষাকে বড় করা ? একই বঙ্গভাষা, তাহাতে আবার চল্‌তি কথার সাহিত্য আমদানি করিয়া দলাদলি বাঁধিল কেন ?

সাহিত্যের মুখপত্রগুলির দাম একটু কমাইলে এবং স্বাস্থ্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করিলে সমাজের এবং সাহিত্যের উন্নতি হয়। আর একটি বিষয় আছে, সেদিকে সাহিত্যিকগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাহার নাম সাপ্তাহিক সাহিত্য। সাপ্তাহিক সাহিত্য, আমাদের আর একটি অবলম্বন যাহাতে ভর করিয়া সাহিত্য প্রভাবশালী হইতে পারে। মাসিক অপেক্ষা সাপ্তাহিক অনেক বেশী স্থায়ী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারে।

নিজের সাহিত্য, নিজের ভাষা, যাহা না হইলে মনের কথা বলিতে পারি না, প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারি না, ব্যথা পাইলে কাঁদিতে পারি না, তাহাকে ভাল করিয়া সাজাইতে কাহার না সাধ হয় ? কে ভাল করিয়া হাসিতে চাহে না ? জগতে কে শোকাতুর – ভাল করিয়া কাঁদিতে চাহে না ? সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করুক। বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষপুটেই নিজেকে বসাইয়া বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি করিতে থাকুক।

(রচনাকাল : ১৩৩৭ সাল)

পরলোকগমন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বাবুবাজারের পশুপতি চক্রবর্তী (৭৮) ২৫ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই বামপন্থী সংগঠনের সাথে এবং পরবর্তীতে আর.এস.পি দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। বহরমপুরের সাপ্তাহিক "জনমত" এবং পরে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর সাথে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন। এক সময় জঙ্গিপুর পুরসভার কমিশনার এবং জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন। বামপন্থী মনোভাবের পাশাপাশি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঁবৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরের পূজারী ছিলেন।

রেশন কার্ড নিয়ে কাজিয়ায় কংগ্রেস ৩ (১ম পাতার পর)

ঐ দিন রাতে কংগ্রেসী গুণ্ডারা বড়শিমূল অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সওকাত আলিকে তার বাড়ীর সামনে অস্বাভাবিকভাবে মারধোর করলে তিনি জ্ঞান হারান। তাঁকে ঐ রাতেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফুরকান আরো জানান, সমস্ত ঘটনা তিনি জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসককে এবং আই.সি.-কে জানান এবং তিন হামলাকারী সৈদুল সেখ, মতি সেখ ও আকবারুল সেখের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ আনেন। পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

দুধের বোতল মাথায় পড়ে শিশুর মৃত্যু (১ম পাতার পর)

হঠাৎ বোতলটা দিদিমার কোলে শুয়ে থাকা শিশুটির মাথার ওপর পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে। শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিলেও শেষ রক্ষা হয় না। মারা যায়। নিয়ম মতো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার পোষ্টমর্টেম করে। ঘটনাটি ১৭ অক্টোবরের।

দিনের বেলায় দুঃসাহসিক চুরি (১ম পাতার পর)

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ জানায়। ওখানকার বঙ্গীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কে একাধিক বার চুরির কোন কিনারা করতে পারেনি পুলিশ বলে তারা অভিযোগ তোলেন। গত সপ্তাহে কালী পুজোর রাতে গ্রামের ৪ বাড়ীতে চুরি হয়। তারও কোন হদিস মেলেনি বা কেউ ধরা পড়েনি।

জঙ্গীপুরের গর্ব

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনু[illegible] পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও [illegible]